কোরআনে বর্ণিত ইউসুফের ঘটনা

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু
বিসমিল্লাহি রহমানির রহীম

আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু: **"কোরআনে বর্ণিত ইউসুফের ঘটনা ১৫"**

সূরা ইউসুফে বর্ণিত হয়েসে ইউসুফের ঘটনা। এ সূরাতে ১১১ টি আয়াত রয়েছে। কোরআনে ধারাবাহিকতা অনুসারে ১১১ টি আয়াতকে ইউসুফের ঘটনা ১ থেকে ১৫ পর্যন্ত, ১৫ টি ছোটো ছোটো খন্ডে বর্ণনা করা হবে ইনশাল্লাহ।

প্রতিটি খন্ডে প্রথমেই সংক্ষেপে বর্ণনা করা হবে আল্লাহ তা'য়ালা ইউসুফের ঘটনা থেকে কি শিক্ষা গ্রহন করার জন্য আমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন।

ইউসুফের ঘটনাকে কুরাইশরা ইউসুফের ভাইদের মতো রাসূল (স:) এর সাথে সে ব্যবহার করেছিল। ঠিক তার সদৃশ ঘটনা হিসেবে উপস্থাপিত করলেন।

যে ভাইকে অন্য ভাইয়েরা চরম নির্দয়ভাবে কুয়ায় ফেলে দিয়েছিলো, সেই ভাইয়ের পদতলেই পরবর্তী সময় নিজেদের সঁপে দিতে হয়েছিল। অন্য ভাইয়েরা ইউসুফকে (তখন মিশরের অধিপতি) বলেছিলো:

فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَ
جِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُّزْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا ۖ
إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ ﴿٨٨﴾

অতঃপর যখন তারা ইউসুফের কাছে পৌঁছল তখন বললঃ হে আযীয, আমরা ও আমাদের পরিবারবর্গ কষ্টের সম্মুখীন হয়ে পড়েছি এবং আমরা অপর্যাপ্ত পুঁজি নিয়ে এসেছি। অতএব আপনি আমাদের পুরোপুরি বরাদ্দ দিন এবং আমাদেরকে দান করুন। আল্লাহ দাতাদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকেন। (সূরা ইউসুফে ১২:৮৮)

যখন ইউসুফের (মিশরের অধিপতি)পরিচয় ভাইদের কাছে প্রকাশিত হলো, তখন তারা নিজেদের অপরাধ স্বীকার করলো। তখন প্রতিশোধ গ্রহণের পরিবর্তে ইউসুফ বলেছিলো:

قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ ۖ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ ۖ وَهُوَ أَرْحَمُ
الرَّاحِمِينَ ﴿٩٢﴾

সে বললেন, আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই। আল্লাহ তোমাদের কে ক্ষমা করুন এবং তিনিই শ্রেষ্ঠ দয়ালু। (সূরা ইউসুফে ১২:৯২)

ঠিক তেমনি, মক্কা বিজয়ের পর রাসূল (স:) কুরাইশদের জিজ্ঞাসা করেছিলেন (কুরাইশরা তখন মাথা নত করে দাঁড়িয়েছিল) তোমরা কি মনে করো, আমি তোমাদের সাথে কেমন ব্যবহার করবো? তখন ইউসুফের মতো রাসূল (স:) বলেছিলো: আজ তোমাদের উপর কোনো প্রতিশোধ নয়, তোমাদের মাফ করে দেওয়া হোল।

আযীযে মিশরের স্ত্রী ইউসুফকে জ্বেনা করার আহ্বান করেছিল, সে রাজি না হওয়ায় তাকে কারাগারে পাঠিয়ে মনে করেছিলো সে প্রতিশোধ নিচ্ছে। কিন্তু সে ইউসুফের জন্য রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় পৌঁছার পথ পরিষ্কার করেছিল, এবং নিজের বিশ্বাস ঘাতকতার জন্য লজ্জায় মাথা অধোবদন হতে হয়েছিল।

বালক ইউসুফকে গোলাম বানিয়ে বিক্রি করা হয়েছিল। ৯ বছর কারাগারে কাটাতে হয়েছিল। ইউসুফ ৩০ বছর বয়স থেকে ৮০ বছর বয়স পর্যন্ত মিসর শাসন করেন। তার শাসনকালে ১০ম বছরে পিতা ও ভাইদেরকে মিসরে নিয়ে আসেন।

ইউসুফকে আল্লাহ তা'আলা "তাউইলিল আহাদিস" تَأْوِيلِ الْأَحَادِيْثِ অর্থাৎ সমস্যা ও পরিস্থিতি অনুধাবন করা এবং সত্য পর্যন্ত পৌছার জ্ঞান দান করেছেন। এর অর্থ শুধু স্বপ্নের ব্যাখ্যা করা নয়।

Click here http://www.morningbrightness.fi/

<u>পবিত্র কোরআনুল কারিমে আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন:</u>

১. হে মুহাম্মদ এতোক্ষন যে ইতিহাস তোমাকে জানানো হলো, সেটা একটা অদৃশ্য সংবাদ, যা ওহীর মাধ্যমে আমরা তোমাকে জানালাম।

ذَٰلِكَ مِنْ أَنۢبَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ ۖ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ
أَجْمَعُوٓا۟ أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ ﴿١٠٢﴾

এগুলো অদৃশ্যের খবর, যা আমি ওহীর মাধ্যমে আপনার কাছে প্রেরণ করেছি। আপনি তাদের কাছে ছিলেন না, যখন তারা স্বীয় কাজ সাব্যস্ত করছিল এবং চক্রান্ত করছিল। (সূরা ইউসুফে ১২:১০২)

২. তবে তুমি যতোই চেষ্টা করো না কেন, অধিকাংশ মানুষই কিন্তু মু'মিন হবে না।

وَمَآ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿١٠٣﴾

আপনি যতই চান, অধিকাংশ লোক বিশ্বাসকারী নয়। (সূরা ইউসুফে ১২:১০৩)

৩. এ কুরআন তো বিশ্ববাসীর জন্যে এক উপদেশ ছাড়া আর কিছুই নয়।

وَمَا تَسْـَٔلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَٰلَمِينَ ﴿١٠٤﴾

আপনি এর জন্যে তাদের কাছে কোন বিনিময় চান না। এটা তো সারা বিশ্বের জন্যে উপদেশ ব্যতিত কিছু নয়।

(সূরা ইউসুফে ১২:১০৪)

৪. দিন-রাত তারা আসমান জমিনের কত যে নিদর্শন অতিক্রম করছে, অথচ সেগুলো সম্পর্কে মোটেও তারা চিন্তা-ভাবনা করে ভেবে দেখে না।

وَكَأَيِّن مِّنْ ءَايَةٍ فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا
مُعْرِضُونَ ١٠٥

অনেক নিদর্শন রয়েছে নভোমন্ডলে ও ভু-মন্ডলে যেগুলোর উপর দিয়ে তারা পথ অতিক্রম করে এবং তারা এসবের দিকে মনোনিবেশ করে না। (সূরা ইউসুফে ১২:১০৫)

৫. তাদের অধিকাংশই আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখে না, তবে রাখে মুশরিক অবস্থায়।

وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِٱللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشْرِكُونَ ١٠٦

অনেক মানুষ আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, কিন্তু সাথে সাথে শিরকও করে। (সূরা ইউসুফে ১২:১০৬)

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় তফসীরকারকগন প্রখ্যান সাহাবী ইবনে আব্বাসের একটি উক্তি উল্লেখ করেছেন, ঈমানের একটা অংশ অধিকাংশ লোকের মধ্যে রয়েছে, সেটা হলো, যদি তাদেরকে প্রশ্ন করা হয়, কে আসমান-জমিন ও পর্বতমালা সৃষ্টি করেছেন, তারা বলবে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন। তা সত্ত্বেও তারা আল্লাহর সাথে শরীক করে তাদের বিভিন্ন কাজে ও ইবাদতের সময়।

অধিকাংশ লোক যে গোমরাহীতে লিপ্ত রয়েছে তা আল্লাহকে অস্বীকার করার গোমরাহী নয় বরং শিরকের গোমরাহী। অর্থাৎ তারা আল্লাহ নেই এ কথা বলে না, বরং যারা আল্লাহর সত্তা, গুনাবলী, ক্ষমতা, ইখতিয়ার ও অধিকারে অন্যদেরকে কোনো না কোনোভাবে অংশীদার করার বিভ্রান্তিতে লিপ্ত।

পৃথিবী ও আকাশের বিভিন্ন নিদর্শন, যে গুলো সর্বত্র সর্বক্ষণ আল্লাহর একক সার্বভৌম কর্তৃত্বের ঘোষণা দিচ্ছে সেগুলোতে যদি শিক্ষণীয় দৃষ্টিতে দেখা হতো তাহলে কোনদিন এ বিভ্রান্তি জন্ম হতো না।

৬. আল্লাহর আযাব তাদের গ্রাস করে নেবে না এবং হঠাৎ তাদের অজ্ঞাতে কিয়ামত তাদের সম্মুখে উপস্থিত হবে না বলে কি তারা নিশ্চিত হয়ে গেছে।

أَفَأَمِنُوٓا۟ أَن تَأْتِيَهُمْ غَٰشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ ٱللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ
ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿١٠٧﴾

তারা কি নির্ভীক হয়ে গেছে এ বিষয়ে যে, আল্লাহর আযাবের কোন বিপদ তাদেরকে আবৃত করে ফেলবে অথবা তাদের কাছে হঠাৎ কেয়ামত এসে যাবে, অথচ তারা টেরও পাবে না ? (সূরা ইউসুফে ১২:১০৭)

৭. হে মুহাম্মদ, তুমি তাদের বলে দাও, এটাই আল্লাহর পথ, আমি তোমাদের আল্লাহর দিকে ডাকছি।

قُلْ هَٰذِهِۦ سَبِيلِىٓ أَدْعُوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ ۚ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا۠ وَمَنِ ٱتَّبَعَنِى ۖ
وَسُبْحَٰنَ ٱللَّهِ وَمَآ أَنَا۠ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿١٠٨﴾

বলেদিন, এই আমার পথ। আল্লাহর দিকে মানুষকে আহবান করি সজ্ঞানে-আমি এবং আমার অনুসারীরা। আল্লাহ পবিত্র এবং আমি অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত নই। (সূরা ইউসুফে ১২:১০৮)

৮. হে মুহাম্মদ, তোমর আগেও আমি মানুষ ছাড়া আর কাউকেও রাসূল বানিয়ে পাঠাই নি। যারা আল্লাহকে ভয় করে, তাদের জন্য আখেরাত উত্তম।

وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالًا نُّوْحِيْٓ اِلَيْهِمْ مِّنْ اَهْلِ الْقُرٰى ؕ
اَفَلَمْ يَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ
مِنْ قَبْلِهِمْ ؕ وَلَدَارُ الْاٰخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ اتَّقَوْا ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿١٠٩﴾

আপনার পূর্বে আমি যতজনকে রসূল করে পাঠিয়েছি, তারা সবাই পুরুষই ছিল জনপদবাসীদের মধ্য থেকে। আমি তাঁদের কাছে ওহী প্রেরণ করতাম। তারা কি দেশ-বিদেশ ভ্রমণ করে না, যাতে দেখে নিত কিরূপ পরিণতি হয়েছে তাদের যারা পূর্বে ছিল ? সংযমকারীদের জন্যে পরকালরই উত্তম। তারা কি এখনও বোঝে না ? (সূরা ইউসুফে ১২:১০৯)

৯. অতীতের জাতিকে ধ্বংস করে দেয়ার কাজটি বিলম্বিত করা হয়েছিল, যতক্ষন না রাসূলেরা সম্পূর্ণ নিরাশ হয়েছে যে, তাদেরকে (রাসূলদেরকে) সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে।

حَتّٰٓى اِذَا اسْتَيْـَٔسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوْٓا اَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوْا جَآءَهُمْ نَصْرُنَا ۙ
فَنُجِّيَ مَنْ نَّشَآءُ ؕ وَلَا يُرَدُّ بَاْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِيْنَ ﴿١١٠﴾

এমনকি যখন পয়গম্বরগণ নৈরাশ্যে পতিত হয়ে যেতেন, এমনকি এরূপ ধারণা করতে শুরু করতেন যে, তাদের অনুমান বুঝি মিথ্যায় পরিণত হওয়ার উপক্রম হয়েছিল, তখন তাদের কাছে আমার সাহায্য পৌছে। অতঃপর আমি যাদের চেয়েছি তারা উদ্ধার পেয়েছে। আমার শাস্তি অপরাধী সম্প্রদায় থেকে প্রতিহত হয় না। (সূরা ইউসুফে ১২:১১০)

১০. আগেকার লোকদের এসব করুন কাহিনিতে বুঝ-বুদ্ধিওয়ালা লোকদের জন্যে রয়েছে এক বড় শিক্ষা। এই কোরআন কোনো বানোয়াট বিবৃতি নয়।

لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ۗ مَا كَانَ حَدِيثًا
يُفْتَرَىٰ وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَ
هُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿١١١﴾

তাদের কাহিনীতে বুদ্ধিমানদের জন্য রয়েছে প্রচুর শিক্ষণীয় বিষয়, এটা কোন মনগড়া কথা নয়, কিন্তু যারা বিশ্বাস স্থাপন করে তাদের জন্যে পূর্বগ্রন্থের সমর্থন এবং প্রত্যেক বস্তুর বিবরণ রহমত ও হেদায়েত। (সূরা ইউসুফে ১২:১১১)

সুতরাং প্রিয় ভাই বোনেরা, ইউসুফের ঘটনা এবং অতীত জাতি আদ, সামুদ, লুতের জাতি, নূহের জাতি, ফেরাউনের জাতির করুন পরিনতি কোরআনে বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

আমরা অতীত জাতির ইতিহাস, কারুনের ইতিহাস থেকে যেন শিক্ষা গ্রহন করি, সে জন্যই আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে উপদেশ দিয়েছেন দিনের পথে ফিরে আসার জন্য এবং দিনের উপর কায়েম করার জন্য।

আসুন আমরা কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত পথকে আঁকড়ে থাকি। দুনিয়ার জীবনে আমরা ঈমান ও সৎকাজে নিজেদের নিয়োজিত এবং অন্যদেরকেও এ পথে আহ্বান করি।

আমীন।

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

Click here http://www.morningbrightness.fi/